

শিক্ষণের নীতি (Maxims/Principles of Teaching)

সুশিক্ষক এবং বিশ্বাসযোগ্য পরামর্শদাতা কে হবে তা আমাদের অভিজ্ঞতা বলে দেয়। শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষকগণ প্রকৃত শ্রেণিশিক্ষণের কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কিছু সাধারণ নীতি বা ধারণা (Notions) দিয়ে গেছেন, যেগুলি শিক্ষণের ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয়। এগুলিকে শিক্ষণের নীতি বা সূত্র বলা হয়, সেগুলি মোটামুটিভাবে বিশ্বাসযোগ্য, সকলের দ্বারা সমাদৃত এবং বিশ্বজনীন। নিম্নে এগুলি আলোচনা করা হল—

1. জানা থেকে অজানা (From Known to Unknown): অজানা জিনিসের মধ্যে সবসময় ভয় কাজ করে অথচ জানা জিনিস বিশ্বাসযোগ্য। সুতরাং জানা জিনিস সবসময় নির্ভরযোগ্য অজানা জিনিসের থেকে। যেমন পরিচিত বস্তু বা ব্যক্তির মধ্য দিয়েই আমরা বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করি। সুতরাং কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পূর্বজ্ঞান সেই বিষয়ে নতুন জ্ঞান অন্বেষণে সাহায্য করে। যেমন কোনো সমস্যা সমাধানে যোগ ও বিয়োগের ধারণা ও দক্ষতা থাকলে সে খুব সহজেই গুণ ও ভাগের ধারণা আয়ত্ত করতে পারে। একজন জ্ঞানী শিক্ষক তার শিক্ষণকে সবসময় জানা থেকে অজানার দিকে চালিত করবেন। তিনি শিক্ষার্থীর প্রারম্ভিক আচরণ এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানবেন এবং তার শিক্ষণকার্যকে এমনভাবে চালনা করবেন যাতে তাদের মধ্যে সহজেই নতুন জ্ঞানের সঞ্চার করা সম্ভব হয়।

2. সসীম থেকে অসীম (From Definite to Indefinite): সুশিক্ষণ সবসময় সসীম থেকে অসীমের দিকে চালিত হবেন। একজনকে খুব সহজেই নির্দিষ্ট বা সসীম বস্তু সম্পর্কে বোঝানো যায়। অনির্দিষ্ট বা অসীমে পৌছাতে গেলে সর্বদাই নির্দিষ্ট বস্তু, ঘটনা, জ্ঞানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। শিক্ষার্থীরা ছোটো সংখ্যার ক্ষেত্রে ভাগ, গুণ, বর্গ, ত্রিঘাতমূল (Cube root) শেখার পর বড়ো বড়ো সংখ্যার ক্ষেত্রে এই ধারণা প্রয়োগ করতে পারে। একইরকমভাবে ব্যাকরণের নির্দিষ্ট নিয়মকানুন শিক্ষার্থীদের ভাষা সম্পর্কে ভালোভাবে শিখতে সাহায্য করে।

3. সহজ থেকে জটিল (From Simple to Complex): শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণের শুরুতে অপ্রয়োজনীয় জটিল বা কঠিন বিষয়ের থেকে অপেক্ষাকৃত সহজ বিষয় শেখা উচিত। সবসময় শিখনের ধারা সরল থেকে জটিল বা সহজ থেকে কঠিনের দিকে হবে। এইভাবে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারলে শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করতে পারবে এবং তারা নিজেরাই শিখনে অনুপ্রাণিত হবে। ফলস্বরূপ, তারা শিক্ষণীয় বিষয়ের জটিল অংশগুলিও তাদের বোধগম্য হবে এবং সেই বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠবে।

4. মূর্ত থেকে বিমূর্ত (From Concrete to Abstract): বিমূর্ত বিষয় বিদ্রাস্তিকর, জটিল, অবোধগম্য এবং ব্যক্তিসাপেক্ষ। একজন ব্যক্তি বিমূর্ত বিষয় বোঝার

সময় খুব সহজেই ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়ে এবং ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। বাস্তবক্ষেত্রে, বিমূর্ত চিন্তা প্রয়োগ করা খুবই কঠিন। অন্যদিকে, মূর্ত বিষয় অপেক্ষাকৃত সহজ ও বোধগম্য। কোনো বস্তু বা ঘটনার ক্ষেত্রে উদাহরণের ব্যবহার নতুন জ্ঞান বা দক্ষতার অর্জনকে সহজ করে তোলে। সুতরাং সুশিক্ষণ সর্বদাই মূর্ত থেকে বিমূর্তের পথে চালিত হবে। শিক্ষাদানকালে শিক্ষার্থীদেরকে প্রাত্যহিক জীবন থেকে নেওয়া মূর্ত উদাহরণ দিলে তারা খুব সহজেই শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করতে পারবে। পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীদের বিমূর্ত ধারণা দিতে হবে।

5. প্রকৃত থেকে প্রতিনিধি (From Actual to Representative): শিক্ষণকালে প্রকৃত বস্তু, জ্ঞান, সূত্র, তত্ত্ব-র ব্যবহার তার প্রতিরূপ বা প্রতিনিধির থেকে সর্বদা আলাদা। শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা, যেমন—পাহাড়ি ঝরনা, নির্জন মরুভূমি, গাছের পাতার শব্দ, পাখির কলতান প্রভৃতির মধ্যে যে জীবনের ছোঁয়া থাকে তা কখনোই স্পর্শ করা যায় না। শিক্ষাক্ষেত্রে এর মূল্য অপরিমিত। সুতরাং একজন শিক্ষক সর্বদাই তার শিক্ষার্থীদেরকে কৃত্রিম প্রতিরূপের দিকে চালিত করবেন।

6. নির্দিষ্ট থেকে সাধারণ (From Particular to General): সাধারণীকৃত ধারণা, ঘটনা, নীতি বিমূর্ত প্রকৃতির হয়। সুতরাং শিক্ষণের শুরুরূপেই এগুলি উপস্থাপন করা উচিত নয়। অতএব, একজন শিক্ষকের উচিত কোনো ঘটনা, দৃষ্টান্ত ইত্যাদির উদাহরণ এবং অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ওই বিষয়ে সাধারণীকরণ করা।

7. সমগ্র থেকে অংশের দিকে (From Whole to Parts): সমগ্র কখনোই অংশগুলির থেকে বড়ো হতে পারে না কিন্তু এটি খুব সহজেই বোধগম্য হয়, অনুপ্রাণিত করে এবং কার্যকর ফল দেয়। শিক্ষার্থীদের প্রথমে সমগ্র অংশের ধারণা দিতে হবে, তারপর ধীরে ধীরে এর বিভিন্ন অংশগুলির বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ফুলের বিভিন্ন অংশ যদি পাঠ্য বিষয় হয় তাহলে প্রথমে সমগ্র ফুলটি সম্পর্কে উপস্থাপন করতে হবে, তারপর এর বিভিন্ন অংশগুলি, যেমন—বৃতি, দলমণ্ডল, পুংকেশরচক্র, গর্ভকেশরচক্র ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করতে হবে।

8. আরোহী থেকে অবরোহী (From Induction to Deduction): কোনো বিষয়বস্তু বা বিবৃতি কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সত্য না অসত্য তা আরোহী পদ্ধতিতে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায়। শিক্ষক মহাশয় কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা, উদাহরণ বা অভিজ্ঞতা দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে তুলে ধরবেন। কোনো ঘটনার মধ্যে ধর্মের সাদৃশ্য ও পুনরাবৃত্তির দ্বারা শিক্ষার্থীরা সেই ধারণার সাধারণীকরণ সূত্র বা নীতি প্রতিষ্ঠা করবেন। অন্যদিকে অবরোহী পদ্ধতি হল আরোহী পদ্ধতির ফল। এখানে শুরুরূপেই সাধারণীকৃত ঘটনা, সূত্র, নিয়মকে রাখা হয় এবং শিক্ষার্থীদেরকে কোনো নির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত বা উদাহরণের ক্ষেত্রে এই সূত্রের সত্যতা যাচাই করতে বলা হয়। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শিক্ষণের শুরুরূপে আরোহী পদ্ধতি থাকে পরে তা অবরোহী পদ্ধতিতে শেষ হয়। জ্ঞান হল

সমষ্টিগত এবং আরোহী পদ্ধতি হল নিত্যানুত্তর জ্ঞান আবিষ্কারের পদ্ধতি। সুতরাং শিক্ষকের উচিত সর্বদা আরোহী থেকে অবরোহী পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হওয়া।

9. বিশ্লেষণ থেকে সংশ্লেষণ (From Analysis to Synthesis): একটি বস্তুরকে তার ছোটো ছোটো উপাদানে পৃথক করার পদ্ধতিই হল বিশ্লেষণ। এর ফলে সমগ্র বস্তুর বিভিন্ন উপাদান ও কাঠামো সম্পর্কে ধারণা লাভ হয়। এটি একধরনের অনুসন্ধান পদ্ধতি যার দ্বারা কোনো সমস্যার অন্তর্নিহিত দিকগুলির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক ও জটিল প্রকৃতি সম্পর্কে বোঝা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে কোনো মেশিনের গঠন ও কার্যনীতি বুঝতে গেলে এর বিভিন্ন অংশগুলি পৃথক করে প্রতিটি অংশ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। অন্যদিকে সংশ্লেষণ পদ্ধতি হল বিশ্লেষণ পদ্ধতির ঠিক বিপরীত। কোনো বস্তুর বিভিন্ন অংশগুলি একত্রিত করে সম্পূর্ণ রূপদানের প্রক্রিয়াই হল সংশ্লেষণ। সংশ্লেষণের সঙ্গে তুলনা করলে বলা হয় বিশ্লেষণ হল অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের শৃঙ্খলাবদ্ধ ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। অতএব, সুশিক্ষণ সর্বদাই বিশ্লেষণ থেকে সংশ্লেষণের দিকে অগ্রসর হবে।

10. অভিজ্ঞতা থেকে যুক্তিগ্রাহ্য (From Empirical to Rational): শিক্ষণের শুরুতে কোনো বিষয়ে সামান্যিকরণ বা ব্যাখ্যাদানের থেকে ওই বিষয়ে কী আমরা দেখেছি, অনুভব করেছি, কী অভিজ্ঞতা আছে তা বলাই শ্রেয়। দ্বিতীয়টি অভিজ্ঞতালব্ধ প্রক্রিয়া কিন্তু সেখানে প্রথমটি হল যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়। অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হল যুক্তিপূর্ণ চিন্তাভাবনার বিকাশসাধন। শিক্ষক মহাশয় বিভিন্ন ঘটনা, প্রমাণ, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসমূহ, উদাহরণ এবং দৃষ্টান্ত শিক্ষার্থীদের সামনে নৈর্ব্যক্তিকভাবে তুলে ধরবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের যুক্তিপূর্ণ চিন্তার মাধ্যমে এর থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করবেন। সুতরাং একজন সুশিক্ষক শিক্ষার্থীকে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে যুক্তিগ্রাহ্য জ্ঞানের দিকে চালিত করবেন।

11. মনস্তাত্ত্বিক থেকে যৌক্তিক (From Psychological to Logical): শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় মনস্তাত্ত্বিক নীতিগুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখানে শিশুই শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। শিশুর আগ্রহ, চাহিদা, ক্ষমতা, সামর্থ্য ইত্যাদি উপাদানের উপর লক্ষ রেখে শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা, সংগঠন, শিক্ষাদান করা হয়। শিশুর দিকে দৃষ্টি রেখে নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যগুলি তৈরি করা হয়। পাঠক্রম, শিক্ষণ কৌশল, শিক্ষণ উপকরণ, শিখন পরিবেশ ইত্যাদি তৈরি করা হয় শিশুর মনস্তত্ত্বের দিকে লক্ষ রেখে। মনস্তত্ত্বের দিকে লক্ষ রেখে কী পড়ানো হবে তা নির্ধারণ করা হলেও সেখানে অবশ্যই যুক্তি থাকবে। শিক্ষণীয় বিষয়ের সুনির্দিষ্ট গঠন ও ধারাবাহিকতা, শিক্ষণ কৌশল, মূল্যায়ন পদ্ধতি, প্রতিক্রিয়া শিক্ষণের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সুতরাং একজন জ্ঞানী শিক্ষক সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যেই মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি রাখলেও সেখানে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করবেন।